বিধবা বিবাহ

নাটক।

শ্রীউমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

পরিশোধিত ও চতুর্থবার মুদ্রিত।

কলিকাতা।
জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির প্রেস।
২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট।

১২৮৫।

CALCUTTA:
[PRIN]TED AND PUBLISHED BY G. P. ROY & CO.
21, BOW-BAZAR STREET.

বিজ্ঞাপন।

বিধবা বিবাহ নাটক যখন প্রথম প্রকাশ হয়
আমার এমত প্রত্যাশা ছিল না যে উহা পুনর্মুদ্রিত কা
হইবেক কিন্তু পুস্তক প্রকাশ হইবা মাত্রেই সকলে এ
যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন যে অতি শী
পুনর্মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হইল। এই পুস্তক প্রকাশে ব
কোন ফল হউক বা না হউক, আমার শ্রমের প্র
ফল প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাই যথেষ্ট লাভ বলিয়া স্বীক
করিতে হইবেক। বিধবা বিবাহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা
প্রমাণ হউক বা না হউক সকলে যে এই পুস্তক যত্নপূ
পাঠ করিয়াছেন তাহাতেই আমাকে সাধারণ সমী
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা প্রথম মুদ্রিত নাটক যেরূপ প
করিয়াছেন দ্বিতীয় বারেও প্রায় তদনুরূপ আছে দেখিবেন
পুস্তকের কোন অংশই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, কেব
শেষভাগে সুলোচনার মৃত্যু বিবরণ বর্ণনা কালীন, বিধব
দিগের একাদশীর কঠিন উপবাসের বিষয় সংক্ষেপে প্রকা
করিয়াছি এবং সর্ব্ব শেষে বাতুলের কথা পরিত্যাগ করিয়
সুলোচনার মৃত্যুতেই পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছি এতদ্ভিন্ন অ
সমুদয় অংশ প্রায় পূর্ব্বমতই আছে।

ভবানীপুর। সন ১২৬৪ সাল, ২৫ ভা ।

শ্রীউমেশচন্দ্র মিত্র।

বিজ্ঞাপন।

কয়েক বৎসর হইল বিধবা বিবাহ নাটক দ্বিতিয় বার
ত ও প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে উহা
কবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়; অথচ লোকের এই নাটক
ঠ করিবার স্পৃহা একবারে নিবারিত হয় নাই। ইহা
খিয়া আমি মনে করি যে, যে কয়খানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা
টক আছে, বিধবা বিবাহ নাটক খানি তাহার মধ্যে
রিগণিত। বস্তুতঃ ইহার রচনাপ্রণালী অতি চমৎকার,
য়ে আমি এক দিন এই নাটকরচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র
ত্র মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাই যে এমন সুন্দর নাটক খানি
কবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, ইহা পুনর্ব্বার মুদ্রিত
রান আবশ্যক। যদি অনুমতি করেন আমি ইহা পুনর্মুদ্রিত
রাই ও প্রকাশিত করি। ইহাতে তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ
র্ব্বক তৃতীয় বার মাত্র প্রকাশিত করিতে আমাকে অনুমতি
দন। আমি তদীয় অনুমতি অনুসারে ইহা প্রকাশিত
করিলাম। কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট নাটক খানি যেরূপে মুদ্রিত
হওয়া উচিত, ব্যয়বাহুল্যভয়ে, সেরূপে করিয়া মুদ্রিত করাইতে
পারিলাম না, তজ্জন্য গ্রন্থকর্ত্তার নিকট অত্যন্ত কুণ্ঠিত
রহিলাম এবং আমার মনে মনে যথেষ্ট ক্ষোভ রহিল।

কলিকাতা,
১৭৭নং কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট, } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫ই ভাদ্র ১২৭৫ সাল।

PREFACE TO THE THIRD EDITION.

This work was perhaps the first attempt made to introduce regular tragedy into the dramatic literature of the Bengallee language, and whatever might be its merits and demerits, the author will always remember with pleasure, the stimulus which its publication gave to the production of several valuable works of this nature, materially adding to the store of this branch of our meagre literature.

No material alteration has been made in this edition except a slight retouching on the language of the female characters which the author has endeavoured to make more colloquial, and although there are sentiments and passages here and there which the author would like to see completely altered yet such alterations have not been made, only because the work, as it is, has grown too familiar to the public.

ADVERTISEMENT.

In issuing a second edition of this drama the author has to perform the agreeable duty of thanking the public for their kind reception of the first. Composed originally with a view to aid a good but not a very popular cause, the piece was simply adapted to the circumstances of the time. The author intended it neither for the stage nor for a permanent place in the vernacular library. And even if it possessed much more literary merit than partial friends have ascribed to it, the prejudices of a considerable and an influential section of the Bengallee reading public would have (as it was supposed) presented a bar to its success. That the drama has nevertheless been received with favor is a fact, and the author is better disposed to be satisfied with it than to endeavour to account for it.

This, the author believes, is the first attempt made to introduce the regular tragedy into the Bengallee drama. Our national idea of the purposes of a drama is that it should only amuse. Every story must end well. Satire upon fashionable vices or unpopular opinions is occasionally conveyed in episodical scenes, but the main story runs to a happy termination in order to please. Even with purposes so limited and means thus restricted, the drama would not be an ineffective instrument of social reformation; but then its success would entirely depend upon its falling in with current pub-

-ic opinion. A comedy can never well attempt to alter popular opinions. A tragedy in most cases can, and that for obvions reasons.

The author himself does not believe in half of the reports of conversions said to have been made by this book from among the most strenuous opposers of the movement lately made on behalf of Hindoo widows. That it may have done some little service to the cause is what he does not affect to disbelieve, but whatever be the exact measure of its social success, it is not perhaps an unacceptable addition to our meagre national literature.

Very few alterations have been made in preparing the second edition. The language has been slightly retouched in parts, and only one incident added to the closing scene, namely, that arising from the prohibition of even a drop of water to Hindoo widows on the prescribed fast day—on one of which the catastrophe is made to take place. The last scene also, which coming after the catastrophe, militated against the unity of the piece has also been taken off. Fault has been found by some with the style of Soolochona's soliloquy before her death, which has been characterised as too declamatory for dramatic purposes. The author admits that the style of the passage alluded to is not in exact keeping with the rest, but as his object chiefly was to make an impression, he decided on sacrificing dramatic purity to what he conceived would produce effect.

III

Not the least lamentable of the effects of the rebellion now raging in Upper India is the check it has given to social improvement. This effect can be but temporary in its duration, and those who have hitherto laboured in the cause are not more justified in intermitting their exertions than in despairing of their ultimate success.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

কীর্ত্তিরাম ঘোষ	কোন গৃহস্থ।
শ্যামাচরণ মিত্র	পড়শী বন্ধু।
রামদাস বাবাজী... ...	বৈষ্ণব।
গণক	গ্রাম্যাচার্য্য।
রামকান্ত বসু	পড়শী।
মন্মথ	রামকান্ত বসুর পুত্র।
গুরু-মহাশয়	কীর্ত্তিরাম ঘোষের বাটীর শিক্ষক
রামকান্ত, বলাই, কানাই, নিধিরাম	পাঠশালার ছাত্রগণ।
অদ্বৈত দত্ত	আর এক পড়শী
হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়...	পড়শী কুলীন ব্রাহ্মণ।
রামদেব [illegible]লঙ্কার ...	অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য।
হরিহর, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম	টোলের ছাত্রগণ।
কৃষ্ণসখা	অদ্বৈত দত্তের পুরোহিত।
বাচস্পতি	সভাসদ্ পণ্ডিত।
বরু	অদ্বৈত দত্তের দ্বিতীয় জামাতা।
বিশ্বেশ্বর বসু, দিগম্বর সেন, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	অদ্বৈত দত্তের পড়শী।

স্ত্রী।

বিদ্যুল্লতা … … কীর্ত্তিরাম ঘোষের পড়শী স্ত্রী।
সুখময়ী … … কীর্ত্তিরাম ঘোষের বিধবা পুত্র-বধূ।
পদ্মাবতী … … কীর্ত্তিরাম ঘোষের ভার্য্যা।
রবতী …
রাইকিশোরী } কীর্ত্তিরাম ঘোষের তিন বিধবা কন্যা।
সুলোচনা …
রসবতী … … পড়শী নাপ্তিনী।
মোহিনী … … অদ্বৈত দত্তের স্ত্রী।
শ্যামা … … অদ্বৈত দত্তের কনিষ্ঠা অবিবাহিতা কন্যা।
প্রসন্ন … … অদ্বৈত দত্তের জ্যেষ্ঠা বিধবা কন্যা।
কাদম্বিনী { হরনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বাটীর পরিচারিকা ব্রাহ্মণী
সত্যভামা … … হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।
হর …
থাক…
বামা…
সদু … } …অদ্বৈত দত্তের পড়শী কুলবালাগণ।
ক্ষমা…
ভাবিনী

বিধবা বিবাহ

নাটক।

(কীর্ত্তিরাম ঘোষের বাটী)

বিদ্যুল্লতা ও সুখময়ীর প্রবেশ। *

বিদ্যুল্লতা। দিদি কেমন আছিস্ গো, অনেক দিন তোকে দেখিনি, একবার দেখ্‌তে এলেম।

সুখময়ী। আর ভাই প্রাণে কেবল বেঁচে আছি, দিন রাত এক রকমে কেটে গেলেই হয়।

বিদ্যুল্লতা। সে কি বোন্ তোর কিসের দুঃখ, বড়মানুষের বৌ, বড়মানুষের ঝি, ভাল খাস্, ভাল পরিস্, এত শী[illegible] কি বাঁচবার সাধ গেল?

সুখময়ী। ভাল খেলে আর ভাল পল্লেই কি সুখ হয়, কে[illegible] খায় কে না পরে, মনিষ্যি জন্মের সাধ যার কিছুই [illegible] না তার বাঁচলেই কি মলেই কি।

---

* সংস্কৃত নাটকাদিতে নান্দী পাঠ ইত্যাদি যে সকল প্রণালী [illegible] তাহা [illegible] ভাষায় সুশ্রাব্য হয় না এজন্য পরিত্যাগ [illegible]লাম।

বিদ্যুল্লতা। সে বোন্ যার যেমন অদেষ্টের লেখন, বিধাতা পুরুষ যাকে যেমন রেখেছেন সে তেম্‌নি আছে, সুখ দুঃখতো মনিষ্যির হাত নয়।

সুখময়ী। যা বল্লে তা সত্তি কিন্তু কি দুরন্ত কাল পড়েছে দেখ দেখি, রক্ত মাংসের শরীর তো বটে, আর কত যন্তনা সইবো। শুন্‌তে পাই ছ বচরের বেলা বিধবা হয়েছি, তা ছেলে বেলা খেলায় ধুলোর এক রকমে কেটে গেছে, এখন তো আর তা হয় না। এখন বোন্ থেকে থেকে মন যে কি করে ওঠে তা বল্‌বার নয়।

বিদ্যুল্লতা। ভাই কাল আবার দুরন্ত কি? কারে মারেও না, ধরেও না, যেমন কালি গেছে তেম্‌নি আজি যাচ্চে। কাল কি আবার দুরন্ত হয় আর শান্ত হয়—তো কথা ভাই বুঝ্‌তে পারেম্ না।

সুখময়ী। তুই বুঝ্‌তে পার্‌বি কেন লো। যার কিছু অভাব নাই সে কি অভাব কারে বলে তা জানে? যে দেশে রাৎ নাই সে দেশে কি চাঁদ আছে?

সুখের বসন্ত দেখ ব্যাপিল ভুবন।
বহিতেছে সুখময় মলয় পবন॥
তরুবর নব পত্র করেছে ধারণ।
কোকিল করিছে দেখ সুধা বরিষণ॥
মল্লিকা মালতি আদি পুষ্প প্রস্ফুটিত।
গন্ধে দেখ চতুর্দ্দিক্ কিবা আমোদিত॥
ভ্রমর ভ্রমিছে দেখ ভ্রমরীর সঙ্গে।
তিলার্দ্ধ সে নহে স্থির মত্ত মধুপানে॥
সুধাকরে সুধা ক্ষরে স্মরে শর [illegible]।
বিধবা যে বিরহিণী বাঁচে কিসে প্রাণে॥

যে রাখিবে কুল মান সে রহিল কোথা।
কে বুঝিবে কারে কব অন্তরের ব্যথা॥
রমণীর শিরোমণি কান্ত যার নাই।
সে জন বল লো দিবে কাহার দোহাই॥
দিন রাত্রি সম ভাব ভিন্ন ভাব নাই।
বসন্ত দুরন্ত কাল বলিলাম তাই।

এখন বুঝ্‌লি?

বিদ্যুল্লতা। হাঁ হাঁ বুঝেছি, ভাতারের কথা বল্‌তেছিলে, তা ভাই এত ঘোর ফের করে বল্লে বুঝ্‌বো কেমন করে।

সুখময়ী। তুই বুঝ্‌বি কেন।

যার জ্বালা সেই জানে কি জানিবে পরে।
বধিরে কি ধার ধারে সুমধুর স্বরে॥

বিদ্যুল্লতা। ভাই এত কে জানে, তুই রাঁড় মানুষ, তোর আবার বসন্তে ক্লেশ বোধ হয়, কোকিলের ডাকে মন কেমন করে, ভ্রমরের গান শুন্‌তে পারিস্‌ নে, ফুলের গন্ধ সইতে পারিস্‌নে, এত কেমন করে জান্‌বো, তোদের ভাই কি ও সব হয়?

সুখময়ী। না, আমরা আর মানুষ নই, যে দিন বিধবা হয়েছি সেই দিন মনুষ্যত্ব গিয়ে দেবত্ব হয়েছে, আর চাটে হাত পা বেরিয়েছে। আমাদের কি কিছু বোধ হয়? একেবারে স্পন্দ রহিত হয়েছি।

বিদ্যুল্লতা। কি কর্‌বো বোন্‌ যেমন শুনেছি তেম্‌নি বল্লেম। বিধবা হলেই ধর্ম্ম কর্ম্মে মন হয়, আর কোন দিকে মন যায় না, তোর ভাই আর এক রকম তা কেমন করে জান্‌বে।

সুখময়ী। তা জান্‌বি কেন, কথায় বলে উড়ুতে

না পেরে পোষ মানে। কি কর্‌ব, যেখানে বল্লে কিছু হবার যো নাই, সেখানে না বলাই ভাল। মনের কথা যদি সকলে বলে তবে আমি যা বল্লেম এই কথা সকলেই বল্‌বে। তুই ভাই জিজ্ঞাসা কল্লি, তাই কথার পিটে কথা পড়ে বলে ফেল্লেম। তুই ভাই এ কথা কাকেও বলিস্‌নে।

বিদ্যুল্লতা। না ভাই কারে আর বল্‌বো।

পদ্মাবতী ও তাঁহার তিন বিধবা কন্যার প্রবেশ।

পদ্মাবতী। কি গো বিদ্যু, অনেক দিনের পর যে, ভাল আছিস্ তো গো?

বিদ্যুল্লতা। হাঁ মা ভাল আছি, আস্‌তে পারিনে, ছেলে পিলের ব্যাম, আর কেউ ঘরে নাই, কি করে আস্‌বো। আজ একটু অবকাশ পেয়ে একবার দেখ্‌তে এলেম্।

পদ্মাবতী। তোদের পাড়ায় কোন গোল শুন্‌তে পেয়েছিস্?

বিদ্যুল্লতা। কিসের গোল মা?

পদ্মাবতী। তা শুনিস্‌নি, সে কেমন গো? এদেশে যে আর কোন কথা নাই, কেবল সেই কথাই হচ্চে, তোরা শুন্‌তে পাস্‌নি?

বিদ্যুল্লতা। না মা কিছু তো শুনিনি।

পদ্মাবতী। বিধবার যে বে হবে তোরা তা শুনিস্ নি?

রেবতী। (অঞ্চল ধরিয়া) কি বল্লি মা রাড়ের বে হবে, কবে মা?

রাইকিশোরী। কি বল্লি কি বল্লি মা ষাঁড়ের বে, কার আগে হবে মা?

সুলোচনা। ও মা! ও মা! কার সঙ্গে মা, কোথা থেকে, বাপের বাড়ী থেকে, না শ্বশুর বাড়ী থেকে?

পদ্মাবতী। তোরা তো বড় উতলা গো, কথার উপর কথা কোস্ বল্‌তে দিস্‌নে, আগে শোন্ তার পর যা হয় তা বলিস্।

সুলোচনা। কি মা, বল্ শীগ্গির করে বল্।

পদ্মাবতী। শোন্ শোন্; কালি কর্ত্তাটি বল্‌তে-ছিলেন যে কে এক জন (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) দূর্ হোগ্ ছেনে নাম টা মনে পড়ে না, কিসের সাগর কি এক খানা বই ছাপিয়েছে, তাতে লিখেছে যে, যে শাস্ত্রে স্বামীকে মান্য-কত্তে বলে, আর যে শাস্ত্রে পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন কল্লে পতিত হয় বলে, সেই শাস্ত্রেই নাকি বিধবার বিয়ের বিধেন আছে। কে জানে মা, রামমোহন রায় নাকি বিধবার বে দেবার জন্যে বিলেতে গিয়েছিলো, তা ধম্ম আছেন, সে কম্ম না হতে হতে তাঁর সেখানেই মিত্যু হলো, আর তাঁকে ফিরে আস্‌তে হলো না। ওমা এ সাগর আবার কোন্ গুণের সাগর গো! দেশ শুদ্ধ না কি এর কথা নিয়ে তোলপাড় কর্‌তেছে। আবার নাকি দুটো দল বেঁধেছে, এক দল বে দেবার দিকে, আর এক দল বে না দেবার দিকে। কে জানে মা, কলি ঘোর হলো আরও কত হবে।

সুলোচনা। ও মা কি বল্লি দুই দল বেঁধেছে, এক দল বে দেবার দিকে, আর এক দল বে না দেবার দিকে? হেঁ মা, তবে বাবা কোন্ দলে মা?

পদ্মাবতী। সে তো আর তোর মত ক্ষেপে উঠেনি, তা সে কোন্ দলে জিজ্ঞাসা কর্‌তেছিস্। ভাল মানুষের ঘরে কি কখন বিধবার বেঁ হতে পারে, এ কথা বল্‌তে লজ্জা করে, একি কখন হয়।

সুলোচনা। তা হবে কেন, আমরা ক্ষেপেছি বটে। বাবা যেমন পাঁচটার পর তোকে বে করেছেন, আবার তুই যদি আজ মরিস্ তবে কাল্ অমনি আর একটি হবে। আমাদের বেলাই—(অস্পষ্ট স্বরে)

পদ্মাবতী। (সুলোচনার কথা শেষ না হইতে হইতে) তুই তো বড় বেহায়া মেয়ে রে। কথা কোস্ তার আইল নাই, কি বল্‌তে কি বলিস্।

সুলোচনা। হাঁ মা এখনকার কালে সত্তি কথা বল্‌তে গেলেই বেহায়া হয়। কথায় বলে মনের কথা ফুটে বল্লেই পাগল, পেটে করে রাখ্‌তে পাত্তেম তবেই ভাল হতেম। বল্‌তে গেলেই কথা জন্মায়।

পদ্মাবতী। থাক্ থাক্ আর তোর কথায় কাজ নাই। ভাল সুলোচনা! যদি সত্তি সত্তি রাঁড়ের বে হয় তুই কি বে কত্তে পার্‌বি ?

সুলোচনা। বাবা কি এতে মত করবেন মা, তোকে কি বলেছেন ? তাঁর মতই মত।

পদ্মাবতী। এ মেয়েটা ক্ষেপেছে গো! বলে কি, এর যে আর দেরি সয় না। তোরা একে বুঝ়্যে বল্‌তো মা।

সুলোচনা। আমাকে আর বুঝুতে হবে না, আমি সব বুঝি, যে রূপ যন্ত্রনায় কাল কাটাই শত্তুরেও যেন এমন করে না থাকে।

পদ্মাবতী। সে কি গো, আমাকে তো এত দিন বলিস্‌নি, তোর কি ব্যামো হয়েছে মা?

সুলোচনা। সে কথা মা কত বল্‌বো।

দিয়াছিলে বিবাহ আমার বাল্য কালে।
কিছু দিন পরে পতি গ্রাসিলেক কালে॥
এক রূপে গেছে কাল ধূলায় খেলায়।
নাহি জানিতাম পতি বিরহের দায়॥
নাহি জানিতাম পতি সহবাস কিবা।
এক রূপে কেটেগেছে নিশি আর দিবা॥
কাল পেয়ে ক্রমে কাল যৌবন উদয়।
জ্বলিল বিরহানল নিবিবার নয়॥
রাত্রি দিন জ্বলে সেই প্রবল অনল।
এক দিনে হবে বুঝি চিতায় শীতল॥
লোকে বলে ধর্ম্ম কর্ম্মে মন দিয়ে থাক।
দোহাই তোমার ধর্ম্ম ধর্ম্ম যদি রাখ॥
কি করিবে ধর্ম্মে বল ধর্ম্ম নষ্ট হলে।
কি করিবে শুষ্ক কাষ্ঠ নির্ব্বাণ অনলে॥
কথায় কি যায় কভু অন্তরের ব্যথা।
বিরহেতে অনুরোধ উপরোধ বৃথা॥
প্রতিদিন এক ভাব ভিন্ন ভাব নাই।
দিবস যে রূপে যায় রজনীও তাই॥
সজ্জিত শয্যায় নিত্য করিগো শয়ন।
শয্যায় কণ্টক বোধ কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কালী যদি কূল দেন হয় যদি বিয়ে।
সবে মেলি ঘটা করে আসি পূজা দিয়ে॥

মা শুন্‌লি আর কত বল্‌বো।

পদ্মাবতী। এই কথা তোর! আমি বলি কত ব্যামই না হয়েছে। কি করবে মা, যার যা অদেষ্টের লেখন, তা কে খণ্ডাতে পারে। এখন যাই রান্না বান্নার কিছু হয় নি।

[সকলের স্ব স্ব কর্ম্মে গমন।

(বাটীর বহির্ভাগ)

কীর্ত্তিরাম ঘোষের প্রবেশ।

কীর্ত্তিরাম। (স্বগত) আজ্ কোন কর্ম্মই হলো না, ছেলে গুলোর সঙ্গে মিথ্যা গোল করলেম। বলে কি বিধবার বিবাহ হবে, কি সর্ব্বনাশ! কি আশ্চর্ব্য! অদ্যাবধি চন্দ্র সূর্য্য উদয় হচ্চে, এখন গঙ্গা প্রবল বাহিনী আছেন, এখন ভূমিকম্প হতেছে। হা! ধর্ম্ম কি নাই? এত শীঘ্রই কি ভারত ভূমি পরিত্যাগ করেছেন? এ কি ভ্রম! আবহমান কাল পর্য্যন্ত বিধবারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ ও প্রতিপালন করে আস্‌তেছে, এখন কি আবার নূতন নিয়ম হবে। আবার বলে কি বিধবারা কি মানুষ নয়—তাদের কি ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের তিলার্দ্ধ বিভিন্নতা আছে? কি নির্ব্বোধের কথা! আমাদের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষেরা এই নিয়ম স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করে এসেছেন, এখন কি আমরা তাঁদের অপেক্ষা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ হয়েছি? বিধবারা যদি একাল পর্য্যন্ত পতি-বিরহ সহ্য কর্‌তে পেরে থাকে তবে এখনও পার্‌বে।

শ্যামাচরণ মিত্রের (বন্ধু) প্রবেশ।

শ্যামাচরণ। কি গো ঘোষজা মহাশয় ভাল আছেন তো, একক বসে কিসের ভাবনা হচ্চে ?

কীর্ত্তিরাম। আস্‌তে আজ্ঞা হউক মহাশয়। ভাল আছেন, অনেক দিন যে দেখি নাই, বাটীর সমস্ত মঙ্গল ?

শ্যামাচরণ। (অভ্যর্থনা করিয়া) হাঁ মহাশয়, আপনার মঙ্গলেই মঙ্গল। বড় যে কৃশ দেখ্‌তেছি, কোন ব্যারাম হয় নাই তো ?

কীর্ত্তিরাম। না মহাশয়, শারীরিক কোন ক্লেশ নাই, তবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে সময়ে সময়ে অনেক ভাবনা উপস্থিত হয়, তাতেই বোধ হয় কৃশ দেখ্‌তেছেন।

শ্যামাচরণ। সে কথা সত্য, সকল সময় এক ভাবে যায় না। সংসারে কখন আহ্লাদ, কখন শোক, কখন ক্ষোভ। কাল কি এক রূপে যায় ? আপনার পুত্রেরা কোথা, এখনও কি স্কুল হতে আসেন নাই ?

কীর্ত্তিরাম। না মহাশয় এখনও আসে নাই। ছেলে গুলো আজি একটা মিছা কথা লয়ে মহা গোল করতে-ছিল, আমাকে কোন কর্ম্ম করতে দেয় নাই।

শ্যামাচরণ। ছেলের গোলে কর্ম্ম বন্দ, সে কি রূপ মহাশয় ?

কীর্ত্তিরাম। সে কথা আর কি বল্‌বো, বিধবার বিবাহ লয়ে সর্ব্বত্রেই মহা গোলযোগ হতেছে, আজি ছেলেদের সঙ্গে সেই বিষয় তর্ক করতে করতে এমন রাগের উদয় হলো, যে আর কোন কর্ম্ম কর্‌তে পার্‌লেম না। আপনি বিবেচনা করুন দেখি, বিধবা বিবাহের ন্যায় লজ্জাকর

বিষয় আর কি আছে। কন্যা কিছু বড় হলে তাকে পাত্রস্থ করণ কালীন সকলের সম্মুখে আন্‌তে কত ঘৃণা হয়! বয়স্থা বিধবার কি রূপে বিবাহ দিবে! সাগর স্বরূপ হিন্দু শাস্ত্র হতে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কি বিধি বাহির করেছেন তা বল্‌তে পারি না, একেবারে সকলে নেচে উঠেছে—আর কোন কথা নাই, ঘরে ঘরে কেবল ঐ কথাই শুন্‌তে পাই।

শ্যামাচরণ। কি বল্লেন মহাশয়, বিধবা বিবাহের ন্যায় লজ্জাকর বিষয় আর কিছুই নাই? এ কথা সঙ্গত হলো না, বিধবা বিবাহ লজ্জাকর বল্‌তেছেন, কিন্তু তাহারা পতি বিহনে যে সকল কর্ম্ম করে তাহা কি লজ্জাকর নয়, বিবাহটাই লজ্জাকর বিষয় হলো?

কীর্ত্তিরাম। ওহে ভাই লুক্‌য়ে চুর্‌য়ে কোথায় কে কি করে সে সমুদয় দেখ্‌তে গেলে কি কর্ম্ম চলে? প্রকাশ্যেই সমুদয় দোষ, গোপনে কে না কি করে, কার ঘরে কি না আছে? অতএব সে কথা ছেড়ে দেও।

শ্যামাচরণ। তবে আপনার কি এই অভিপ্রায় যে গোপনে ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার দোষ ইত্যাদি হওয়া ভাল, কিন্তু প্রকাশ্যে শাস্ত্রসম্মত দ্বিতীয় বার বিবাহ হওয়া ভাল নয়।

কীর্ত্তিরাম। দূর হউক ও কথায় আর কাজ নাই। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) মিত্রজ মহাশয় আবার দেখুন দেখি রাজা কি অবিচার করতেছেন। শুন্‌তে পাই ব্যবস্থাপক সমাজে নাকি বিধবা বিবাহের আইন হতেছে—রাজা বল পূর্ব্বক যে কোন কর্ম্ম হউক অনায়াসে করতে পারেন, অতএব হিন্দু ধর্ম্ম যে এককালীন লোপ হবে তার আর সন্দেহ নাই।

শ্যামাচরণ। মহাশয়! আপনার নিতান্ত ভ্রম হয়েছে। ব্যবস্থাপক সমাজে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় যে আইনের কথা উল্লেখ কর্‌লেন, সে আইনের মর্ম্মই আপনি অবগত হন নাই। ঐ আইনের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যদি কেহ বিধবা স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করে, তবে সেই পরিণয় দ্বারা উৎপাদিত যে সন্তান, তিনি প্রথম বিবাহের সন্তানের ন্যায় পিতার ধনাধিকারী হবেন। এক্ষণে এই আইনে কাহার কি আপত্তি হতে পারে? রাজা বল পূর্ব্বক কাহারও বিবাহ দিতেছেন না, তবে যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক বিবাহ কর্‌বেন তাঁহার জন্যই এই নিয়ম হতেছে।

কীর্ত্তিরাম। তবেই হলোগো তবেই হলো, কথায় বলে তোকে তাড়াব না তোর উঠান চোস্‌বো। একটা উপলক্ষ মাত্র করে বিধবার বিবাহ দেওয়া রাজার চেষ্টা হয়েছে। যা হউক, এত দিনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় সাক্ষাৎ কলি অবতার রূপে ভারত ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগকে জীবিত থাকিতে থাকিতে এই সকল গুলো দেখ্‌তে হলো। আরওবা অদৃষ্টে কি আছে কে বল্‌তে পারে।

শ্যামাচরণ। আপনার সঙ্গে মিথ্যা মিথ্যা বিতণ্ডা কর্‌তে পারি না। আপনি যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক না বুঝেন, তবে আপনাকে কে বুঝাবে।

রামদাস বাবাজীর (বৈষ্ণব) প্রবেশ।

রামদাস। (কুঁড়াজালির মধ্যে মালার শব্দ করিতে করিতে) হরিবোল! হরিবোল! প্রভু তোমার ইচ্ছা! কোথাগো মোষজা মহাশয় বাটীতে আছেন?

কীর্ত্তিরাম। কে গো বাবাজী নাকি, আসৃতে আজ্ঞা হউক, উপরে আস্থন।

রামদাস। হরিবোল! হরিবোল! কৃষ্ণ পার কর! কি গো কি গণ্ডগোল কর্‌তেছিলেন, কোন শাস্ত্রের তর্ক হতেছিল? (অতি মৃদুস্বরে) কৃষ্ণ-ষ্ণ-ষ্ণ-ষ্ণ-ষ্ণ।

কীর্ত্তিরাম। (বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া) মিত্রজ মহাশয়, আমরা যে বিষয়ের তর্ক করিতেছিলাম, বাবাজীকে সেই বিষয়ের মধ্যস্থ করুন।

শ্যামাচরণ। বাবাজীদের সব চলে, পাঁচ সিকা খরচ মাত্র, কাড়তে যেমন ছাড়তেও তেমন। বাবাজীদের মত আমাদের নিয়ম হলে ভাবনা কি ছিল। প্রথম স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রী পুরুষে বিবাদ হলে যেখানে নূতন কাড়া হয় সেখানে বিধবার বিবাহ কোন্ বিচিত্র কথা।

রামদাস। (রাগান্বিত হইয়া) হরিবোল্! হরিবোল! তুই পাষণ্ড মুর্খ, বৈষ্ণব তন্ত্রের কি ধার ধারিস্, মিছা কতক গুলো বক্‌লেই তো হয় না। বেল্লিকের কথা শুনেছ হে? এখানে বসাই নয়। (গাত্রোত্থান করিয়া গমনোদ্যোগ)

কীর্ত্তিরাম। বাবাজী বস্থন বস্থন, কোথা গমন করেন, ও সব কথায় কাণ দেন কেন? এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিধবা বিবাহের যে উদ্যোগ হচ্চে তাতে আপনার মত কি?

রামদাস। আমার মতের কথা যদি জিজ্ঞাসা করলে তবে বলি। "অমৃতং পক্ককুষ্মাণ্ডং কুষ্মাণ্ডস্তকং বিষং" কুষ্মাণ্ডটা পক্কই ভাল। বিবাহ যদি বল্লে, তবে কিঞ্চিৎ বয়স্থা নারীটাই উত্তম নিতান্ত বালিকাটা ভাল নয়,

অতএব বয়স্থা নিতান্ত ঘৃণার পাত্রী নহে। (ক্ষণেক ভাবিয়া) যদি বল লোকাচার—তা সকল কর্ম্ম চালালেই চলে। আমাদের মত যদি সর্ব্বত্রে চলে, তবে কি এ কর্ম্মে কোন গোল হয়? সে যা হউক, এখন যেমন চল্‌ছে তেমনি চলুক, দেখ না কোথাকার জল কোথায় মরে।

কীর্ত্তিরাম। সে কথা নয়, বিধবা বিবাহের পক্ষে যে দল হয়েছে, তাতে আমাকে থাকৃতে বল?

রামদাস। কৃষ্ণ! তোমার ইচ্ছা! কেন গো ঘোষজা, তোমার বৈবাহিক কোন্ দলে? তিনি তো সদ্বিবেচক বটেন, তাঁহার মতে মত দেওনা কেন, আর অন্যের মতে আবশ্যক কি?

কীর্ত্তিরাম। তাঁর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, তাঁর বুড়ো বয়েসে ধেড়ে রোগ হয়েছে, তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে এক জন প্রধান গোঁড়া।

রামদাস। রাধে! রাধে! কি বল্লে গোঁড়া? ছা! তিনি তবে যে মহাত্মা, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি—তাঁহার তুল্য আর কে আছে—তাঁর যে মত আমারও সেই মত।

কীর্ত্তিরাম। বাবাজী সে গোঁড়া নয়, বিধবার বিবাহে তাঁর অত্যন্ত উৎসাহ, এই জন্য তাঁকে তৎপক্ষে গোঁড়া বল্‌তেছিলাম।

রামদাস। হরি হরি! তাই ভেঙ্গে বল, আমি আর এক খানা বুঝেছিলেম, সে যা হউক, এখন কোন দিকেই থাকা নয়, দেখ না কি হতে কি হয়, শেষে যে দিকে জল পড়্‌বে সেই দিকেই ছাতি ধর্‌বে।

কীর্ত্তিরাম। (স্বগত) বাবাজী গোঁড়ার নাম শুনেই অস্থির হয়েছিলেন, শেষটা মীমাংসা কর্‌লেন ভাল

(প্রকাশ) বাবাজী বেলাটা অধিক হয়েছে আহার করে আসি।

রামদাস। আমরাও এক্ষণে বিদায় হই।

[সকলের প্রস্থান।

(অন্তঃপুর।)

কীর্ত্তিরাম ঘোষের প্রবেশ, পদ্মাবতী উপস্থিত।

কীর্ত্তিরাম। কি গো সকলে কোথা—আমার অন্ন প্রস্তুত হয়েছে? বেলাটা অনেক হয়েছে।

পদ্মাবতী। এই যে সব হয়েছে, আমার কি এক কর্ম্ম, বৌগুলি মেয়েগুলি সব সমান—যে কর্ম্ম না দেখি সেই কর্ম্মই হয় না—মলেই বাঁচি, আর পারিনে।

কীর্ত্তিরাম। কেন গো তোমার কিসের অভাব, সোণার ঘর কন্না, কি না আছে। (আহারারম্ভ করিয়া) কৈ গো রেবতী কোথা, রাইকিশোরী কোথা, সুলোচনা কোথা, তোরা সব কি করিস্ গো, বুড়ো মাগির ঘাড়েই কি সব ভার দিতে হয়?

পদ্মাবতী। তারা সব রঙ্গ নিয়ে আছে, তোমার কথা তাই শোন্‌বার জন্যে বসে রয়েছে। কথায় কথায় বিধবা বিয়ের কথা বলেছিলেম, তা একেবারে নেচে উটলো। বয়েস কালে কেবল কি রঙ্গ নিয়েই থাকৃতে হয়?

কীর্ত্তিরাম। সে কি গো! মেয়ে মানুষের ও সব কথা কি, তাদের এ কথা কে বল্লে।

পদ্মাবতী। কেন তুমি আমাকে সে দিন বলেছিলে, তাই কথায় কথায় সেই কথা বলেছিলেম, তা বল্লে না পেত্তায় যাবে একেবারে সব নেচে উট্‌লো। তুমি যদি তাদের রকম দেখ্‌তে তো অবাক্ হতে। ওঁরা এক এক জন এক ধনুদ্ধর।

কীর্ত্তিরাম। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ইহারা কুলবালা, কাকেও কোন কথা বলে না, ইহারাও নির্লজ্জ হয়ে এই কর্ম্মে উৎসাহ প্রকাশ করেছে, বোধ করি ইহাদিগের মনে মনে সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, নতুবা এ কথা ব্যক্ত কর্‌বে কেন। হা! কালের কি বিচিত্র গতি (প্রকাশ) ওগো মেয়েরা এ দিকে আয় দেখি?

কন্যাগণের প্রবেশ।

সুলোচনা। কেন বাবা কি জন্যে ডাক্‌চো, এই যে আমরা এসেছি।

কীর্ত্তিরাম। তোরা কেমন মেয়ে গা, মায়ের উপর—

পদ্মাবতী। বুড়ো হলে কি বাওত্তুরে হয়, কি বল্‌তে কি বল।

কীর্ত্তিরাম। তাই বল্‌তেছিলাম, ওটা কথার ফের। হে গা মেয়েরা, গিন্নির উপর কি সব ভার দিতে হয়, ও আর কত দিন বাঁচ্‌বে, তোরা কর্‌বিনে তো কে কর্‌বে?

সুলোচনা
রেবতী
রাইকিশোরী } (একত্রে) আমরা করিনে তো কে করে গিন্নির জন্যে বুঝি ও পাড়ার মানুষে কায করে যায়? উনি কেবল নাগাতে আছেন বৈতো নয়।

পদ্মাবতী। শুন্‌লে ওদের কথার শ্রী, ওদের কথায় আঁটে কে, ওরা কি সব সামান্যি মেয়ে। একবার সে কথাটা জিজ্ঞাসা কর দেখি।

কীর্ত্তিরাম। হেঁ গা তোরা মা—রাম—রাম—এক যাই ভুলে যাই—গিন্নির সঙ্গে তোরা বিধবার বিয়ের কথা কি বল্‌তেছিলি ?

সুলোচনা। সে কি গো! আমরা কি বল্‌বো (উচ্চৈঃ স্বরে হাসিতে হাসিতে দ্রুত গমনে কন্যাগণের প্রস্থান)

পদ্মাবতী। দেখ্‌লে ওদের রকম, ওরা কোন্ দিন কি করে বসে দেখ না।

কীর্ত্তিরাম। মেয়েগুলো বড় বেহায়া হয়েছে বটে, এক দিন ভাল করে শিখাব, আজ্ বারবেলাটা কিছু বল্‌বো না।

[কীর্ত্তিরাম ঘোষের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কীর্ত্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর।

রসবতী নাপ্‌তেনীর প্রবেশ।

রসবতী। ওগো বেলা যে আর নাই, কতক্ষণ বসে রয়েছি, তোমাদের কি কামাবার বেলা হয় না, আমার কি আর কর্ম্ম নেই, তোমাদের কর্ম্মেই বসে থাক্‌বো ?

স্থলোচনা। কি লো রসবতি এসেছিস্, তোরে দেখ্‌তে পেলেম্ তবু ভাল। কবে এসেছিলি তা বল্‌তেছিস্ আমাদের কর্ম্মেই বসে থাক্‌বি। যে নোক্ হয়েছে, নোকের ভরে আর চল্‌তে পারিনে। সে দিন হোচট্ খেয়ে পা টা একেবারে গেছে। আয়, ছাতের উপর আয়, কামিয়ে দিবি।

রসবতী। এখনকার মেয়েদের পারা ভার। নোক কিগা এতই ভারি, চল্‌তে পার না, চল, ছাতের উপর চল। (উভয়ের ছাতের উপর উত্থান)।

স্থলোচনা। (কামাইতে কামাইতে) হেঁলো রসবতি, তুই কি রেতে ঘুমুস্‌নে, কামাতে কামাতে ঢুল্‌তেছিস কেন ? বুড়ো বয়েসে বুঝি নূতন একটি কেড়েছিস ? সেকেলে মানুষের ধ্যান বোঝাই ভার।

রসবতী। সে কি গো ! তোমাকে যে কামানই দায় ! বুড়ো মানুষ, তিন কাল গেছে এক কালে ঠেকেছে, আমি আবার রেতে ঘুমুইনে। দিনের বেলা আপনার দুঃখে

ঘুরে বেড়াই, রেতে কি আর জ্ঞান থাকে? যেমন শুই অম্‌নি মরে থাকি।

সুলোচনা। তাই বলতেছিলেম্, রেতের বেলা তোর আর জ্ঞান থাকে না।

রসবতী। না, তোমাকে বেনে কথায় পারা দায়। এখন স্থির হয়ে কামাও, আর কথায় কায নাই।

সুলোচনা। (ক্ষণেক বিলম্বে) হেঁলো রসবতি, ঐ বোসেদের বাড়ীর বারাণ্ডায় উটি কাদের ছেলে বসে আছে দেখ্ দেখি, আমাদের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। আহা! রূপ তো নয় যেন সোণার থাল খানি। ওকে চিনিস্, ঐখানে রোজ বসে থাকে দেখতে পাই।

রসবতী। (বারাণ্ডাভিমুখে চাহিয়া) হেঁগো ওঁকে চিনি, ওখানে আমি কামুয়ে থাকি। উটি রামকান্ত বসের ছেলে। ওগো ছেলেটির কথা যে মিষ্টি, বসে শুন্‌তে হয়, এমন কখন শুনি নাই।

সুলোচনা। ঐ দেখ্ আমাদের দেখে হাস্‌তেছে।

রসবতী। (ঐ দিকে চাহিয়া) আহা! কি দাঁতগুলি, যেন মুক্তো সাজিয়ে রেখেছে। ধন্য ওর মা, এমন ছেলে গর্ব্ভে ধারণ করেছে। হাস্‌তেছে বটে তো—তা আমাদের দেখে হাস্‌তেছে বল কেন, তোমাকে দেখেই হাস্‌তেছে— আমার আর কি দেখে হাস্‌বে।

সুলোচনা। তুই কত নেক্‌রাই জানিস। আমার সঙ্গে কি ওর আলাপ আছে, না পরচে আছে—তা আমায় দেখে হাস্‌বে। তুই ওদের বাড়ী আসিস যাইস্, তোর সঙ্গে বরং আলাপ থাক্‌তে পারে। সে যা হোক্ এমন রূপ তো কখন দেখি নাই, যেন চাঁদ উঠেছে।

রসবতী। ওর কি এম্‌নি, রূপ গা, তুমি যে একেবারে গলে পড়্‌লে? তোমারও চোক্ যে আর কোন দিকে নাই।

সুলোচনা। তুই কি চোকের মাতা খেয়েছিস্ লো, রূপের কথা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তেছিস্, একবার ভাল করে দেখ্ দেখি।

রসবতী। (স্বগত) আহা! ছেলে বেলা রাঁড় হয়েছে, কখন তো অন্য পুরুষের মুখ দেখে নাই, অমন রূপ [দেখে মন চঞ্চল হবে তার আশ্চর্য্যি কি। আমরা যে বুড়ো হয়েছি; আমাদেরি মন কেমন করে, ওতো কাল্‌কের মেয়ে, ওর দোষ কি। (প্রকাশ) তাইতো গা, তোমার কি এতই মনে লেগেছে।

সুলোচনা। দেখ্ দেখি কি ভাবে বসে আছে। এমন কখন দেখি নাই রসবতি।

কি বা অপরূপ রূপ আহা মরে যাই।
ও রূপের অনুরূপ কভু দেখি নাই॥
দেখ ওলো রসবতি কি কটাক্ষে চায়।
গৃহেতে থাকিতে আর অন্তর না চায়॥
কিবা দুটি ভুরু ভঙ্গি কিবা দুটী আঁখি।
ইচ্ছা হয় হৃদয়ের সঙ্গে গেঁথে রাখি॥
রজত লো কোথা আছে ও জ্যোতির কাছে।
মৃত্তিকাতে লুকাইল লজ্জা পায় পাছে॥
সুধাকর সম দেখ মুখশশধর।
কলঙ্ক গোঁপের রেখা কিবা মনোহর॥
অমল কমল সম কিবা দুটী পাণি।
ও যাহার পতি তারে ধন্যা বলে মানি॥

ধন্য ধন্য সে নারীর তপস্যার বল।
দাসী হয়ে তার করি জীবন সফল॥
উহারে হেরিয়া যেই গৃহে ফিরে যায়।
পাষাণ সমান বলি তাহার হৃদয়॥
মুখ ছাঁদে ফাঁদিয়াছে কি কটাক্ষ ফাঁদ।
দিন রাত্রি হেরিলেও না ফুরায় সাধ॥
থাক্ বেনে কুল মানে কাজ নাই আর।
মন সাধে শোধি গিয়ে বিরহের ধার॥

হেঁরে রসবতি! তুই তো ওদের বাড়ীতে আসিস্ যাইস্, আমাদের দেখে হাস্‌তেছে কেন জিজ্ঞাসা করতে পারিস্? আমার মাথা খাস্ নাপ্‌তেনি জিজ্ঞাসা করিস্।

রসবতী। (স্বগত) আমি এ কর্ম্ম অনেক করেছি, তোমার অভিপ্রায় বুঝ্‌তে বাকি নেই। ভাল দেখা যাউক, ঝোপ বুঝে কোপ হয়েছে, এখন শেষ রক্ষা হলে হয়। আমি যেমন তত্ত্ব করি, অদৃষ্ট ক্রমে তেম্‌নি মিলে গেছে! (প্রকাশ্যে) তা আমার বল্‌তে কি, আমি এখনি জিজ্ঞাসা করতে পারি, ভাই আমার তো এক কর্ম্ম নয়, আপনার দুঃখে দিন রাৎ ঘুরে বেড়াই, কোন কর্ম্মই বা করবো। মেয়েটা ওপাড়ায় নেমন্তন্নে গেছিলো, কার হাতে বালা দেখে বাড়ী এসে আর সমস্ত রাৎ ঘুমোয়নি। কি করবো বলো, আপ্‌নি কাম্‌য়ে জুম্‌য়ে যা পাই তা খেতে কুলোয় না—কোন দিক্ রাখ্‌বো—এদিক্ আন্‌তে ও দিক্ হয় না।

সুলোচনা। ও লো এত লোক থাক্‌তে তোর মেয়ের কি বালা হবে না। আহা! ছেলে মানুষ, আব্দার করেছে, আমি বালা দেব তার একটা ভাবনা কি?

রসবতী। মা তোমরা বই আমার আর কে আছে,

তোমরা না দেবে তো দেবে কে। তবে আমি এখন যাই, বেলাটা গেছে।

স্থলোচনা। মবুমাগি, যাই বল্‌তে আছে—আসি বল্, এখন যা বল্লেম্ মনে আছে তো, ওখানে যাবি দিব্বি করে যা।

রসবতী। সে কি গো আমি কি তোমাদের মত, আজ্ এক কথা বলি কাল্ তা রয় না, একবার যা শুন্‌লেম, সে কথা কি আর ভুলি, যাব বৈকি, কাল সব শুন্‌তে পাবে।

পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মাবতী। কি গো তোর কি আর কামান ফুরায় না? সেই বেলা অবধি কামাচ্চিস্—নাপ্‌তেনীর সঙ্গে কি এত কথা কচ্চিস্, আর কি কোন কম্ম নাই?

স্থলোচনা। কারও সঙ্গে কি দুটো কথাও কইতে নাই, আমাদের কি আর বেঁচেও সাধ নাই, দুদণ্ড কথা কব তাও দোষ?

পদ্মাবতী। কথা বল্লে তুই মা এত রাগিস কেন; মা যদি দুটো কথা বলে তা কি শুন্‌তে নাই। যাও মা এখন যাও আপনার কম্ম দেখ্‌গে।

স্থলোচনা। না মা শুইগে বড় অস্থখ করেছে।

[সকলের প্রস্থান।

শয়নমন্দির—সুলোচনার প্রবেশ।

সুলোচনা। (একক শয্যায় শয়ন করিয়া স্বগত) হা! আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত আছি—অপরাহ্ণে যা দেখলাম তা স্বপ্ন কি সত্য (হস্ত দ্বারা নয়ন মার্জনা করিয়া) না স্বপ্ন কোন ক্রমেই নয়—সত্যই দেখেছি। হা! স্বপ্ন এর কত্তে ভাল ছিল—চৈতন্য হলে সমুদয় অলীক বোধ হতো, কিন্তু সত্য হলে আর মনকে প্রবোধ দিবার উপায় নাই। আহা! কাল্ রাত্রে এই সময়ে অন্তঃকরণ এক রূপ ছিল আজ্ সে রূপ নাই। কাল্ মন ভাবনারহিত নির্ম্মল আলোকময় ছিল, আজ্ সে ভাবের বিপরীত অন্ধকারময় দেখ্‌তেছি। হে সুখময় সময়! বুঝি আজ্ অবধি তোমার সহিত শেষ বিদায় ললেম—বুঝি সচ্ছন্দতা কেমন আর জান্‌ব না, নতুবা অগ্রেই আমার অন্তঃকরণ কেন নিরাশ হচ্চে—সুখের সময়ে কেন দুঃখ বোধ হচ্চে। সে যাহা হউক, ভাবী দুঃখ আর ভাব্‌তে পারি না, এক্ষণে ভাবনাতেই যে এক আশ্চর্য্য সুখ বোধ হয় তাহারি রসাস্বাদন করি। (ক্ষণেক অন্যমনা হইয়া) আহা! আজ্ যে অপরূপ রূপ দেখ্‌লেম, তা এখনও যেন দেখ্‌তে পাচ্চি—আহা! দৃশ্যে তাঁকে যেরূপ সুন্দর দেখ্‌লেম, অন্তঃকরণ কি তাঁর সেই রূপ? আমি যেমন তাঁকে চিত্রপুত্তলিকার মত নিরন্তর ধ্যান কর্‌তেছি, আমি তাঁর জন্য যেরূপ কাতর হয়ে কেবল তাঁহারি চিন্তাতে মগ্ন আছি তিনি কি সেই রূপ কর্‌তেছেন? কি আমাকে চকিতের ন্যায় দৃষ্টি করে অমনি বিস্মৃত হয়ে অন্যান্য আমোদে মত্ত আছেন—নিত্য যে রূপে থাকেন সেইরূপে আছেন। হা! এই হৃদয় বিদীর্ণকারিণী ভাবনাতেও কি

এক অদ্ভুত সুখ বোধ হয়। হা! আজ্ এই অপূর্ব্ব শয্যা কেন শরশয্যা বোধ হচ্চে, নিদ্রা কেন চক্ষু হতে পলায়ন করেছে, কেবল ভাব্‌তেই কেন ইচ্ছা হচ্চে।

কাহারে হেরিয়া মন, হইল গো উচ্চাটন,
কার ভাব অন্তরে উদয়।
এমন কেমনে হলো, হেরে মন হরে নিল,
সামান্য তস্কর এ তো নয়॥
আজি কি নূতন ভাব, আবির্ভাব মনে।
সুখের মিলন কেন অসুখের সনে॥
শীতল সলিল কেন অনল সহিত।
এই চিত্ত পুলকিত পুনঃ চমকিত॥
ছিলাম একই ভাবে ভাবনারহিত।
নির্ম্মল সরস মন কামনা বর্জ্জিত॥
সেরূপ বিরূপ হলো কিসের কারণ।
অমূল্য সন্তোষ কেবা করিল হরণ॥
প্রেমাঙ্কুরে কোথা হবে নব অনুরাগ।
একি দেখি পুষ্প আছে নাহি যে পরাগ॥
বসিলাম আজি বুঝি চিন্তাসিন্ধুতীরে।
ভাসিলাম আজি বুঝি পরিতাপনীরে॥
নতুবা নৈরাশ কেন উল্লাসেতে হয়।
আহ্লাদ হইবে কোথা বিষাদ উদয়॥

আর কত ভাব্বো নিদ্রা যাই (ক্ষণেক নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া) এই যে রজনী প্রভাত হয়েছে, সূর্য্য দেব পূর্ব্ব দিক্ আলোকময় করে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথারূঢ় হচ্চেন, মন্দ মন্দ শীতল প্রভাতসমীরণ-প্রবাহে শিশিরাবৃত পল্লব সমূহ হেলয়-মান হচ্চে, প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত কুসুমদল সদাক্কে চতুর্দ্দিক

আমোদিত কর্‌তেছে, ভৃঙ্গদল মহানন্দে মকরন্দ পান কর্‌তেছে, বিহঙ্গগণ নব প্রকাশিত দিবস দৃষ্টে সরসান্তঃকরণে সঙ্গীতালাপ দ্বারা চতুর্দ্দিকে আনন্দ বিস্তার কর্‌তেছে। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিক্‌ই আলোকময় দেখ্‌তেছি, যেন সমুদয় পৃথিবী আনন্দধাম বোধ হচ্চে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ কেন অন্ধকারময় দেখ্‌তেছি। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হা! স্মরণ হচ্চে, স্বপ্নযোগে যেন এক অপূর্ব্ব রূপবান্ পুরুষের সহিত সমস্ত বিভাবরী সহবাস করেছি। হা! তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, উত্তর প্রদান কর্‌লেন— তাঁকে স্পর্শ করণার্থ হস্ত বিস্তার কর্‌লেম, কোথায় পলায়ন কর্‌লেন—অমনি চমকিত হয়ে জাগ্রত হলেম—চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ কর্‌লেম—কাকেও দেখ্‌তে পেলেম না। হা! পুনরায় স্বপ্নযোগে দেখ্‌বার জন্য নিদ্রিত হলেম, আমার প্রতি নির্দ্দয় হয়ে কোথায় পলায়ন কর্‌লেন আর দেখ্‌তে পেলেম না। আর ভাব্‌লে কি হবে গাত্রোত্থান করি।

বাটীর বহির্ভাগ—কীর্ত্তিরাম ঘোষ উপস্থিত গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ।

কীর্ত্তিরাম। আজ্ কি সুপ্রভাত! আপনার সহিত সাক্ষাৎ হলো, আসুন প্রণাম।

গ্রহাচার্য্য। (পঞ্জিকা হস্তে) মঙ্গল হউক, আমি তোমার নিয়ত আশীর্ব্বাদক, আশীর্ব্বাদ না করে জল গ্রহণ করি না, অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, একবার দেখ্‌তে এলেম, আপনার সমস্ত মঙ্গল?

কীর্ত্তিরাম। মহাশয়ের আশীর্ব্বাদেই সমস্ত মঙ্গল।

গণক মহাশয়! আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। আমার গৃহিণীর পেটের পীড়া হয়েছে, তা বল্‌তেছিল যে গ্রহ-শান্তি কর্‌লে ভাল হয়, বিশেষতঃ তিনি অন্তঃপ্রসূতা এই জন্য অধিক ভাবনা হয়েছে। আপনাকে এক বার পরীক্ষা কর্‌তে হবে।

আচার্য্য। সে জন্য আপনি তিলার্দ্ধ ভাবিত হবেন না, অনায়াসে কুগ্রহের শান্তি কর্‌বো। আর গর্ব্ব কথা নয়, গর্ব্ভ পরীক্ষা আমার ভালরূপ আইসে, অতএব তা দেখেও নিশ্চিত বল্‌তে পার্‌বো।

কীর্ত্তিরাম। তবে রাজযোটক হয়েছে, এক কর্ম্মে দুই কর্ম্ম হবে, আসুন অন্তঃপুরে আসুন।

[উভয়ের অন্তঃপুরে গমন।

কীর্ত্তিরাম। ওগো এই গণক মহাশয় এসেছেন, কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে কর।

পদ্মাবতী। (অল্প ঘোমটা দিয়া) তা আমরা কি বল্‌বো, তুমি কি জান না।

আচার্য্য। দেখি মা হাত দেখি, লজ্জা কি, আমি কোথায় কি না দেখে থাকি।

পদ্মাবতী। (সভয়ে হস্ত প্রসার করিয়া মৃদুস্বরে) ওমা কি বল্‌তে কি বল্‌বেন।

আচার্য্য। (পদ্মাবতীর হস্ত স্বীয় হস্তের উপর লইয়া) হাঁ গো ঘোষজা, তোমার গৃহিণীর লক্ষণটা ভাল দেখ্‌তেছি। সন্তান পরীক্ষাটা অগ্রে করি। (খোনার বচন পড়িয়া) বাপের পৃষ্ঠে দিয়া বাণ, পেটের ছেলে টেনে আন্—

পদ্মাবতী। সে কি গো! কি কর! ওমা আমি কোথা যাব! একি সর্ব্বনেশে কথা! আমার আর হাত দেখ্‌তে হবে না।

স্থলোচনা। (অতি ব্যগ্র চিত্তে) ওমা আমি একবার হাতটা দেখাব।

পদ্মাবতী। (বিরলে) তুই মা কি জন্যে হাত দেখাবি, তোর কি আছে, তা গণক ঠাকুর কি বল্‌বেন।

স্থলোচনা। তবু মা দেখাই না কেন, কেমন গণক দেখা যাবে। (গণকের প্রতি) ওগো গণক ঠাকুর আমার হাতটা একবার দেখ।

আচার্য্য। (স্বগত) মন্দ নয়, এঁর হাত দেখ্‌তেও প্রবৃত্তি হয়—চোরের রাত্রিবাস লাভ—প্রকারান্তরে হাতে ধরাটাও ঘট্‌বে (প্রকাশ) তোমরা স্থির হয়ে বস্‌তে পার না, তা আমি কি দেখে কি বল্‌ব। তোমার হাত দেখ্‌তে হবে? দেখি।

স্থলোচনা। এই দেখুন, আপনি যেমন দেখ্‌বেন তেম্‌নি বল্‌বেন, মার মত আমি ভয় কর্‌ব না। আমার ভরসা আছে।

আচার্য্য। (হস্ত দেখিতে দেখিতে) হাঁ এ মেয়েটির সব স্থলক্ষণ দেখ্‌তেছি, একটা কুলক্ষণ আছে।

কীর্ত্তিরাম। সে কি রূপ মহাশয়, আপনি কি কুলক্ষণ, কি স্থলক্ষণ দেখ্‌লেন, একবার ভাল করে দেখুন দেখি।

আচার্য্য। কুলক্ষণের মধ্যে মেয়েটির সন্তানের স্থানটা ভাল নয়। একটী সন্তান মাত্র লিখ্‌তেছে কিন্তু তাও শেষ রক্ষা হবে না।

পদ্মাবতী। সে কিগো ঠাকুর কি বল্লেন! সন্তান কি?

আচার্য্য। হাঁ এই যে পঞ্চ সন্তান লিখ্‌তেছে, তোমরা বল্লেই শুন্‌বো, আমি যে কর্ম্ম করি তা ভাল বুঝি।

কীর্ত্তিরাম। (স্বগত) ভায়ার যত বিদ্যা তা এক আঁচড়েই টের পাওয়া গেছে। (প্রকাশ) ভাল তার পর দেখুন দেখি হস্তাঙ্কে আর কি লিখ্‌তেছে।

আচার্য্য। অবশ্য দেখ্‌বো (হস্ত আলোকাভিমুখে লইয়া) (স্বগত) মেয়েটীর কি আশ্চর্য্য লক্ষণ দেখ্‌তেছি! ক্ষণেক সুখ, ক্ষণেক দুঃখ, ক্ষণেক আহ্লাদ, ক্ষণেক মনস্তাপ। অদৃষ্ট টা এই আনন্দময় সৌভাগ্য কিরণে সুখ বিস্তার কর্‌তেছে, পুনরায় সন্তাপ ও কলঙ্ক মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকারময় হলো। (প্রকাশ) শারীরিক পীড়া কিছু দেখ্‌তে পাই না, যে কিছু পীড়া আছে তা কেবল অন্তঃকরণের।

সুলোচনা। গণক ঠাকুর, আমার মৃত্যুটা কোথায় কি রূপে হবে দেখ দেখি।

আচার্য্য। আমরা মৃত্যু গণনা করে কাহাকেও কিছু বলি না। (পুনরায় হস্ত লইয়া) হাতে হাতে একটা বড় কাঁড়া দেখ্‌তেছি—ইহাতেই যে মৃত্যু লিখ্‌তেছে—অপমৃ—

পদ্মাবতী। (হস্ত ধরিয়া) থাক্‌, আর তোর হাত দেখ্‌য়ে কাজ নাই। উনিও যেমন গুণ্‌তেছেন তুইও তেম্‌নি হাত দেখাতেছিস্‌। আয় আপনাদের কর্ম্ম দেখিগে।

আচার্য্য। হা! তোমরা স্ত্রী লোক, শাস্ত্রের কি বুঝ্‌বে, তোমাদের সঙ্গে সমুদয় বলাই আমার অকর্ত্তব্য হয়েছে।

পদ্মাবতী। হাঁ আপনি সকলি ঠিক্‌ বলেছেন। আমার

মেয়ে বিধবা, আপনি তার সন্তানের স্থান মন্দ দেখে একটী সন্তান হবে বল্লেন। সুলোচনা তো তেমন মেয়ে নয়, কারও ভালতেও থাকে না কারও মন্দতেও থাকে না। আপনি তার সুখ, দুঃখ, কলঙ্ক, শেষ অপমৃত্যুও শুন্‌লেন। পোড়া কপাল আর কি! যেমন কাল্ পড়েছে, তেমনি গণকও হয়েছে।

আচার্য্য। (স্বগত) স্ত্রী লোকের নিকট অত্য অপদস্থ হলেম। ছি ছি এ ব্যবসা না করাই ভাল, পাঁজী পুতি ছিঁড়ে ফেল্‌ব, আর এরূপ গণ্‌তে যাব না। (প্রকাশ) আজ্ কেমন লগ্নের ব্যতিক্রম হয়েছে, বোধ হয় সেই জন্যই গণনা যথার্থ হয় নাই। আমি এক্ষণে আসি। আর এক দিন এসে দেখ্‌ব।

[গণকের প্রস্থান।

[রামকান্ত বসুর বাটী।]

রসবতী নাপ্তেনীর প্রবেশ।

রসবতী। (বাটীতে প্রবেশ করিয়া) ওগো কর্ত্তা ঘরে আছেন ?

মন্মথ। কেও কার তত্ত্ব কর ? কর্ত্তা বাটী নাই, তাঁর সহিত কি প্রয়োজন আছে ?

রসবতী। (অল্প ঘোমটা দিয়া) মন্মথ বাবু ? তোমার বাপের সঙ্গে একটা কথা ছিল, তা ভালই হয়েছে, তোমার সঙ্গেও একটা কথা আছে বলে যাই।

মন্মথ। কিরে রসবতী, তোর কি সকলের সঙ্গেই কথা থাকে ? তুই কত বরাতেই ফিরিস্।

রসবতী। এমন কিছু নয় বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তেছিলেম্ কি, পাড়ার মেয়েছেলেদের সঙ্গে কি এম্‌নি করে তামাসা কত্তে হয় ? সোমত্ত বৌ ঝী ছাতে উঠে, তা কি এক দৃস্টে চেয়ে থাকৃতে হয়, না তাদের দেখে হাস্‌তে হয়।

মন্মথ। হেঁরে রসবতি! আমিও ঐ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্যে তোকে তত্ত্ব করেছিলেম্। তুই সে দিন কাদের ছাতে কার্ নখ কাট্‌তেছিলি ? তোকে আমি দূর থেকে চিন্‌তে পেরেছিলেম।

রসবতী। যার নখ কাটি না কেন, তুমি ভাই হাস্‌তে-ছিলে কেন আগে বল, না বল্লে কিছু বল্‌বো না।

মন্মথ। তা কি কেউ কারে দেখে হাসে না. হাস্‌তেই কি এত দোষ, সে যা হউক সে মেয়েটী কার, তার নাম কি ?

রসবতী। তাই বলি ভাই, এখনকার সব ছেলে পিলে এক এক রকম। তার নামটী তো এমন নয়, যেমন

তাকে দেখেছ তার নামটিও তেমন। তার নাম বল্লে কি হবে ভাই?

মন্মথ। নাম বল্‌তে দোষ কিরে রসবতি, নাম্‌তো আর খেয়ে ফেল্‌বো না, শুন্‌বো বৈতো নয়। (অতি ব্যগ্র চিত্তে) বল্‌না রসবতী, তোর কি আর পায় পোড়্‌বো?

রসবতী। ছি ছি, এমন কথা কি বল্‌তে আছে, তুমি মাতার ধন, ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস, তুমি পায় পড়্‌বে? তাঁর নামটী শুন্‌লেই কি ভাই রাজা হবে।

মন্মথ। নাম তুই আগে বল্‌ বিনে, ভাল আমি হাস্‌তে-ছিলেম তোকে কে বল্লে?

রসবতী। কেন, তুমি যাকে দেখে হাস্‌তেছিলে, তার কি আর চোক নাই, সে আপ্‌নি দেখেছে।

মন্মথ। তোরা কি বলাবলি কর্‌তেছিলি দেখ্‌তে পেয়ে-ছিলেম্‌। মাপ্‌তেনি, তুই সেখানে ছিলি ভালই হয়েছে, (হাসিতে হাসিতে) সব কথা চল্‌বে।

রসবতী। সে কিগো! আমি কি ঐ কাজেই বেড়াই? এই জন্যে বুঝি নাম জিজ্ঞাসা কর্‌তেছিলে? না ভাই, রসবতী তো সে রকমের মানুষ নয়।

আমি অতি শিষ্ট মতি, নাম মম রসবতী,
উন্‌ছা বৃত্তি আল্‌তা কামাই।
বয়স্‌ হয়েছে ঢের, নাই জানি ঘোর ফের্‌,
আপনার জ্বালায় বেড়াই॥
বিধাতা দিয়াছে আঁখি, দেখি সব নাহি মাখি,
সাক্ষী ধর্ম্ম তোমার দোহাই।
সে কথা যথার্থ বটে, আছে নানা গুণ ঘটে,
কিন্তু কোন ফাঁদে যাই নাই॥

বেড়াই সকল বাটী, কাজে কিন্তু বড় খাঁটী,
আঁটা আঁটি সব মোর কর্ম্ম।
একবার যাহা বলি, যদ্যপি উল্টায় কলি,
তবু আমি নাহি খাই ধর্ম্ম॥
ছেলে বেলা পতিহীন, কিন্তু নহি পরাধীন,
রোজগার নাহি ছাড়া কভু।
এই অন্ন নাই ঘরে, ভূতে এনে দেয় পরে,
জানি মাত্র যা করেন প্রভু॥
দ্বেষী লোকে করে দ্বেষ, পাপ কিন্তু নাহি লেশ,
ঠিক আছি কাঁটায় ওজনে।
কোন দিকে নাহি ফাটা, ইহাতে যে দেয় বাঁটা,
দুঃখ নাহি তাহার মরণে॥
তাই বলি মন্মথ, সে হইল মনোমত,
মনোমত লোক দেখ তবে।
চন্দ্র সূর্য্য হও সাক্ষ্য, চারি দিকে প্রতিপক্ষ,
আমা হতে একর্ম্ম না হবে॥

না ভাই আসি যাই, অনুগ্রহ কর এই অনেক। কথায় বলে "রাজায় রাজায় ঝক্‌ড়া হয় উলুখাঁকড়ার প্রাণ যায়" কি কর্‌তে কি হবে, লাভে হতে অভাগিনীর প্রাণটা যাবে।

মন্মথ। সে কিরে রসবতি! আমি কি তোকে এই কর্ম্মের কর্ম্মী বল্লেম্, একটা কথার কথা বলে "ঘরে কে ও, না কিছু খাই নাই" তুই যে সেই প্রকার কর্‌লি। তুই বল্লি এমন কাজ কখন করিস্ নাই, তা ভাই আমি কি এই কাজ অনেক করেছি। সে কথা থাকুক, এখন সে আমার কথা তোর সঙ্গে কি বল্‌তেছিল বল্ দেখি।

রসবতী। তাই বলি ভাই তুমি বড় সেয়ানা, ঘুরয়ে

ফিরয়ে আমাকে সেই ঘোল বলাবে, সে যাহউক তোমা হতে এক কর্ম্মের শিক্ষা পেলেম্, এই এক লাভ বল্‌তে হবে। সে দিন তোমার কথা সে অনেক জিজ্ঞাসা করেছিল, তা আমি যত জান্‌তেম বল্লেম।

মন্মথ। তার নামটী কি এখন বল্ দেখি।

রসবতী। যেমন তিনি তাঁর নামটীও তেম্‌নি।

লোচন হইল তার কিসের কারণ।
সুলোচনা হেরিল না যেই অভাজন॥

শুন্‌লে গা, তাঁর নাম সুলোচনা। আমি ভাই অনেক মেয়ে দেখেছি, তা এত রূপ এত গুণ একত্তরে কোথাও দেখিনে।

মন্মথ। সুলোচনা! সুলোচনা! আহা নাম্‌টী শুনেই পাগল হতে হয়!

হইল গ্রথিত নাম স্মরণের পথে।
উত্থান করিল মন আশা রূপ রথে॥
মঙ্গল বাতাস ভরে করিব গমন।
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"॥

ওলো রসবতি! এত দিন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিলেম, আপনার মন আপনার বল্‌তে পার্‌তেম, আজ্ ভাই তুই সেই সুখ নষ্ট কর্‌লি, এখন তোর হাতে সব সমর্পণ কর্‌লেম, যদি দয়া করিস্ তবেই মঙ্গল, নচেৎ জান্‌লেম তোর হতেই আমার সব সুখ নষ্ট হলো।

রসবতী। একি গো! শুনেছি পুরুষের আট গুণ মেয়ের, তোমার যে আর এক রকম দেখ্‌তেছি, তুমি যে তাঁর কর্‌তে অধিক উতলা হলে। ভাই এ সব উতলার কাজ নয়, স্থির হও, দেখ কি হতে কি হয়।

মন্মথ। একটা কথায় বলে "গাই বাছুরে ভাব থাক্‌লে বনে গিয়া দুদ দেয়" ভাই তোর অনুগ্রহ থাক্‌লে সব মঙ্গল হবে, এখন আর একটা কথা বলি, আজ্‌ যদি সেই সুলোচনাকে ছাতের উপর আন্‌তে পারিস্‌, তবে তাকে এক বার ভাল করে দেখে জীবন সার্থক করি।

রসবতী। তার আটক কি, আমি আজ্‌ বিকেলে তাকে সঙ্গে করে ছাতে উঠ্‌বো, তুমি এই বারাণ্ডায় থেকো, আগে চোকের মিলন হোগ্‌ পরে ভাই তোমাদের কপাল আর আমার হাত যশ। এখন ভাই আমি যাই।

মন্মথ। দেখিস্‌ যা বল্লি যেন মনে থাকে।

রসবতী। তার জন্যে চিন্তা নাই, আমার মুখে যে দিন দুই কথা শুন্‌বে সে দিন জিব কেটে ফেলো। এখন চল্লেম।

[রসবতীর প্রস্থান।

রসবতী। (যাইতে যাইতে) (স্বগত) এখন তো দুই দিকে কাজ গোছান হলো, এখন উভয়ে উভয়ের জন্য অস্থির হয়েছে—মিলনের জন্য ব্যগ্র হয়েছে, এখন যা ইচ্ছা করি তাই কর্‌তে পারি, কিন্তু হঠাৎ হাত ছাড়া করা হবে না—আগে মুড়িটী নিয়ে পরে কোপ। এখনকার কাল বড় মন্দ হয়েছে, এক বার কর্ম্ম উদ্ধার হলে আর কেহ কাহারও দিকে চায় না (ক্ষণেক অন্যমনা হইয়া) হা! প্রণয়ের প্রথম অনুরাগে কি অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধ হয়—উভয়ের সরল অন্তঃকরণ—কখন কোন প্রতারণার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই—নৈরাশ কাহাকে বলে জানে না—একবারে অন্ধ স্বরূপ হয়েছে। এত যে বয়স্‌ হয়েছে,

এদের অনুরাগ দেখে আমারও যৌবন কালের অনুরাগ স্মরণ হতেছে। হা এমন সুখ কি অধিক কাল স্থায়ী হবে? কখনই নহে। এ বিষয়ে যাদের কিছু মাত্র দর্শন আছে তারাই জানে যে অকস্মাৎ কত অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হয়ে প্রণয়পথ অবরোধ করে—পরম রমণীয় সুখময় সময় এক সামান্য কথায় বিষময় করে—যুগ সহস্রে যে প্রণয়শৃঙ্খল ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, এক তুচ্ছ কথায় তাহা অনায়াসে নষ্ট করে। যাহা হউক, প্রথমটাই ভাল, শেষটা কিছু নয়।

প্রথম মিলনে দেখ অনুরাগ কত।
উভয়ে উভয় প্রেমে দিন রাত্রি রত॥
ক্ষণেক অন্তর হলে অন্তর কাতর।
পলকে প্রণয় বোধ অল্পেতে বিস্তর॥
এমনি নূতন প্রেমে বদ্ধ করে প্রাণ।
প্রিয়জন ভিন্ন সব বিষময় জ্ঞান॥
যদ্যপি কথার ছলে কথান্তর হয়।
অভিমান আসি করে প্রণয়েরে জয়॥
ভাল বাসা যত তার তত অভিমান।
নূতন প্রেমের এই নিশ্চিত সন্ধান॥

ভাল, সুলোচনাকে এখন কি বলা উচিত? এ কর্ম্মে সকল সত্য বল্লে চলে না, দুই একটা আপনার কারিগরি চাই, এ সব কাজে এক গুণ শুনে দশ গুণ বল্‌তে হয়—তিলকে তাল কত্তে হয়। এখনকার বাজারে লোকে কথা বেচে খায়, শাদা কথায় কাজ হয় না। যাই এখন সুলোচনার কাছে যাই, দেখিগে সে কি ভাবে আছে।

[কীর্ত্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর]

সুলোচনা ও সুখময়ী উপস্থিত।

সুখময়ী। তোর ভাই কাল্ অবধি এমন বিরস বদন দেখ্‌তেছি কেন? কারও সঙ্গে ভাল করে কথা কোস্‌নে—একবার ভুলেও হাসিস্ নে—একাই সর্ব্বদা বসে থাকিস্—মায়ের সঙ্গে কি ঝক্‌ড়া করেছিস্? না কর্ত্তা মুক্ করেছেন? আহা! তোর চোক্ দুটী যেন রাঙ্গা জবাফুল হয়েছে। কাল্ রাতে ঘুম হয় নাই বটে? না সমস্ত রাত কেঁদেছিস্, এমন তো তোর কখন হয় না।

সুলোচনা। (হাসিতে হাসিতে) সে কি ভাই, আমার কি হয়েছে (চক্ষু পুঁছিয়া) কাঁদ্‌বো আবার কার জন্যে? আমার জন্যে কেউ কাঁদে, তবে তার জন্যেও কাঁদি। তোর ভাই ঠাট দেখে বাঁচিনে, কত রঙ্গই জানিস্। কাল্ ভাই বুকে একটা ব্যথা ধরে সমস্ত রাত ঘুম হয় নাই, তাই বুঝি চক্ষু রাঙ্গা হয়েছে।

সুখময়ী। ঠাকুরঝি, বুকের ব্যথা যে অনেক রকম হয়, এক রকম তো নয়। লোকে বলে বুকের ঘা, তোর তো ভাই সে ঘা নয়? (ক্ষণেক সুলোচনার প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া) না ভাই, এমন ভুল কখন হয় না—মুখটী একেবারে আদখানি হয়েছে—বর্ণ যেন কালির পোঁচ, এমন তো ভাই কোন ব্যামো দেখিনে যে এক দিনে শরীর এমন করে ফেলে। যা হউক, কখন কোন কথা ভাঁড়াস্‌নে আজ্ এইটী ভাঁড়ালি।

সুলোচনা। না ভাই, আমার আর কি কথা আছে তা গোপন কর্‌বো। কর্ম্মের মধ্যে দুটো খাই আর ঘুমুই। কথায় বলে "ঘর নাই তার উত্তর শিয়র" ভাব্‌বার কে

আছে তা ভাব্বো। সমুদ্রে পড়ে আছি তা শিশিরে ভয় কি। পরমেশ্বর যে অবস্থায় আমাদের রেখেছেন, তাতে কি ভাই নূতন ভাবনা কিছু আছে ? জীয়ন্তে কি এ ভাবনা যাবে, এ ভাবনার কি ভাই কূল কিনারা আছে ?

কুল তীর হতে দেখ অকূল পাথার।
বিরহ উহার নাম নাহি পারাপার॥
হুতাঁশ বাতাস তাহে অহর্নিশি বহে।
তরুণ তরুণী তরি কত দিন রহে॥
বিলাপ তরঙ্গে ভাঙ্গে ধর্ম্ম রূপ হালি।
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় সতীত্বের পালি॥
বান্‌চালি হয়ে শেষে কলঙ্ক চড়ায়।
ডুবিবে তরুণী তরি উঠিবার নয়॥

তাই ভাবনা আর কিসের বল্ দেখি।

সুখময়ী। এত দিন তো ঠাকুর ঝি তোর এমন ভাব দেখি নাই, একেবারে অকস্মাৎ কি সব শোক উৎলে উঠ্‌লে ? এমন তো কখন হয় না।

সুলোচনা। (স্বগত) হা ! অন্তঃকরণ যে দুঃসহ দুঃখানলে দগ্ধ হচ্চে তা তোমার নিকটে যদ্যপি নির্ভয়ে প্রকাশ কর্‌তে পাত্তেম, তথাপি কিঞ্চিৎ সুস্থ হতেম। যার বিরহে দিবা রাত্রি হাহাকার কর্‌তেছি, কোন দিন তাকেই যদি এই সমুদয় বল্‌তে পারি তবেই ভাল, নতুবা মনের যন্ত্রণা মনেই নিবারণ কর্‌ব।

রোদন হইল সার বিরহে যাহার।
যার জন্য দিন রাত্রি করি হাহাকার॥
আমার যৌবন রথে যে হইল রথী।
অপূর্ব্ব প্রণয় ব্রতে যে হইল ব্রতী॥

অকূল পাথারে যদি কূল দেন কালী।
কভু যদি পাই সেই নয়ন পুত্তলী॥
কহিব সকল কথা যত আছে মনে।
সেই ভিন্ন বলিব না অন্য কোন জনে॥
কহিব তাহার তরে কাঁদিয়াছি যত।
কহিব তাহার তরে ভাবিয়াছি কত॥
কহিব যেমনে আছি বিরহে তাহার।
হইব তাহার সঙ্গে প্রেম সিন্ধু পার॥

(প্রকাশ) না ভাই তোর কথা বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, আমরা এত জানিনে। সে যা হউক, তোর বাপের বাড়ীর সকলে নাকি এক ঘরে হয়েছে, তুই তার কিছু শুনিস্‌নে?

সুখময়ী। (দীর্ঘশ্বাস ক্ষেপ করিয়া) হাঁ ভাই, কাল খোকার ঝি এসেছিল, তাইতে শুন্‌লেম, বাবা না কি বিধবা বিয়ের দলে মিলে পাড়ার সকলের সঙ্গে বিবাদ করেছেন। শেষে ভাই কি ঘটে বল্‌তে পারিনে।

সুলোচনা। তবে তো তুই পাথরে পাঁচকিল্ মেরে-ছিস্। তুই ভাই একবার বাপের বাড়ী যেতে পাল্লেই কাজ গোছাবি, আর কাকেও কিছু বল্‌তে হবে না। আমা-দের অমন যোটে না।

সুখময়ী। ঠাকুরঝি, তুই এতও জানিস্। যে হতে ভাই আগে তোর হবে, তোর ভেয়েরা তো একেবারে বিধবা বিবাহ দিতে পাগল হয়েছে, দেখ্ এক দিন ক্ষেপে উঠে যদি তোকেই ধরে বসে, তা হলে ঠাকুরঝি ভাইয়েদের অনুরোধ তো ছাড়াতে পার্‌বিনে দিদেন, চক্ষু লজ্জায়ও কিছু বল্‌তে পার্‌বিনে।

সুলোচনা। সে ভাই যাদের যেমন চলে তারা তেম্নি

বলে। তুই ভাই বৌ মানুষ, চক্ষু লজ্জা তোর অধিক হতে পারে। সে যা হউক, এখন ভাই আমাদের বের জন্যে অনেকে চেষ্টা করতেছে, শেষ কি হয় বলা যায় না।

সুখময়ী। এখন ভাই তা কে বলতে পারে। শুনতে পাই আমাদের দেশে এ রকম গোল মাঝে মাঝে হয়ে থাকে, শেষ কিছু হয় না। শুনেছি রাজা রাজবল্লভ একবার এই চেষ্টা করেছিলেন, তা কেবল বৈদ্যের পৈতে দিয়া ক্ষান্ত হলেন, আমাদের অদৃষ্টে আর কিছু হলো না।

সুলোচনা। ভাই! আমাদের অদৃষ্টে যে কিছু হয় এমন তো বুঝি না। পরমেশ্বর যেন কাকেও এ দেশে বিধবা না করেন, বিধবা না হয়ে মরাও ভাল। এখন ভাই যাই।

[সুলোচনার প্রস্থান।

[(শয়ন মন্দির) সুলোচনার প্রবেশ।]

সুলোচনা। (স্বগত) নাপ্‌তেনী যে এখনও আসতেছে না, কারণ কি? বুঝি কি অমঙ্গল হয়েছে। হা! আমি সেই গুণনিধির জন্য যে রূপ অস্থির ও উতলা হয়েছি, বোধ হয় আমার প্রতি তাঁহার সে রূপ ভাব হয় নাই। কি জন্যই বা হবে? কেবল চকের দেখা বৈতো নয়। রমণীর অন্তঃকরণ যেমন অল্পেই দ্রব হয়, পুরুষের তো সে রূপ নয়। (পুনরায় ভাবিতে ভাবিতে) না, কথায় বলে "বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধ" নাপ্তেনী কর্ম্ম শেষ করেও আসতে পারে। দেখি এই ভৌতিক আশার কোথায় শেষ হয়।

রসবতীর প্রবেশ।

রসবতী। কোথা গো, গিন্নি কোথা, দিদিরা কোথা, কাকেও যে দেখ্‌তে পাইনে।

স্থলোচনা। (স্বগত) ঐ এসেছে, কি করে এসেছে এখনি শুন্‌তে পাবো। (প্রকাশ) কিলো রসবতী, এই ঘরে আয়, কার তল্লাস কচ্চিস্‌?

রসবতী। (হাসিতে হাসিতে) এই যে গো, তুমি যে এখানে একলা কোনের বৌটির মত বসে আছ?

স্থলোচনা। তোকে দেখ্‌তে পেলেম তবু ভাল। কাজ পড়্‌লেই কি এত মাগ্‌গি হতে হয় লো? তোর দোষ নাই এ কর্ম্মেরি দোষ।

রসবতী। সে কি গো, এত রাগ কেন? আমি তোমার ভিন্ন কি আর কাকর কর্ম্মে গিছলেম। একি কালের ধর্ম্ম? "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর"? যে কর্ম্মের জন্য পাঠিয়েছিলে তার একটা শেষ না করে কি আসা হয়?

স্থলোচনা। নাপ্তেনি! তুই কথায় সর্ব্বস্ব দিস্‌, কাজে তত হয় না। তুই যে অবধি গিয়েছিস্‌ সেই অবধি যে কি রূপে আছি তা তোকে বলে কত জানাবো। তোর আসা পথ চেয়ে আমি সেই অবধি বসে রয়েছি। এখন কাজের কথা কি বল্‌ দেখি।

রসবতী। না ভাই তোমাদের কথায় থাকাই কুকর্ম্ম, একেবারে তিলকে তাল করে ফেল। কাল মহকারে ভালর চেষ্টা পেলেই আগে মন্দ ঘটে। আমি তোমার জন্যে এই সাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছি, প্রাণের ভয় করি নাই—মানের ভয় করি নাই—পরিণামে কি ঘটে তারও

ভয় করি নাই, প্রাণ পণে তোমার কর্ম্ম সাধনে পণ করেছি, ভাই তার প্রতিফল আস্‌বা মাত্র যে মুখ ঝামটা দিলে তাতেই ঢের হয়েছে, এখন "ছেড়ে দেও ভাই কেঁদে বাঁচি।" (রসবতীর গমনোদ্যোগ)

সুলোচনা। (রসবতীর অঞ্চল ধরিয়া) মর মাগি, তামাসা বুঝিস্‌নে? মনের জ্বালায় কে কি না বলে। আমার মাতার দিব্বি যাস্‌নে। ঘাট্ হয়েছে, এখন কি করে এসেছিস্ বল, আর কাটা ঘায়ে ন্যুনের ছিটে দিস্ নে। কি ক্ষণে যে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, ভুলেও ভুল্‌তে পারিনে।

কি ক্ষণে কেমন দিনে হইল দর্শন।
দুঃসহ বিরহানল করিছে দাহন॥
মহা বলে জ্বলে অগ্নি জলে না জুড়ায়।
সেরূপ ভাবনা ঘৃত আহুতি বাড়ায়।
অবলা ললনা মনে এ কোন ছলনা॥
জ্বালার উপর জ্বালা কেন লো বল না॥
প্রণয় গভীর সিন্ধু নাহি পারাপার।
কলঙ্ক তরঙ্গ রঙ্গে করিছে বিহার॥
গঞ্জনা প্রবল বায়ু বহে নিরন্তর।
বিরহের চোরাবালি বড়ই দুষ্কর॥
বিধি যদি লিখে থাকে অধিনীর ঘটে।
জুড়াব জীবন গিয়া মিলনের তটে॥
এই ব্রতে ব্রতী আমি নহিতো কখন।
কভু নাহি জানিতাম বিরহ কেমন॥
আগে যদি জানিতাম প্রণয় এমন।
প্রথমেই করিতাম বন্ধন মোচন॥

মজিয়াছি সেই দিন ধরিয়াছি ফণী।
ভজিয়াছি যেই দিন সেই গুণমণী॥
রমণীর সঙ্গে কেন প্রবঞ্চনা আর।
মোচন কর লো মম বিরহ বিকার॥

নাপ্তেনি! আর কথায় মন ভেজে না; যদি স্ত্রীহত্যা কত্তে বসে থাকিস্ তবে উঠে যা, মিছে যন্ত্রণা দেবার ফল কি।

রসবতী। (পুনরায় বসিয়া) ভাই তোমার যেমন জ্বালা আমারও তেম্নি। আপনার দুঃখে ঘুরে বেড়াই, তাতে তোমার কর্ম্মে আহার নিদ্রা আর মনে নাই। ভাই যার ভালর জন্যে প্রাণ পণে চেষ্টা কর্তেছি, সে যদি তা না বুঝে উল্টে রাগ করে, তবে মনটা কেমন হয়, তা তুমি বুঝে দেখ দেখি। সে যা হউক এখন স্থির হও, যে বিষয়ের জন্যে এত উতলা হয়েছ তার সব বলি, শোন। সে দিন তোমার কাছথেকে রসেদের বাড়ীতে গেলেম, তা বোন্ বল্‌বো কি, ওদের বাড়ীতে আমি যাই বটে, সে ছেলেটিকে কাছে কখন দেখি নাই, সে দিন দেখে এক দণ্ড আমার মুখে কথা সর্‌লো না। ভাই রূপের কথা কি বল্‌বো, রং যেন দুদে আল্‌তা কেটে পড়্‌তেছে। আর কি নাক, কি চোক, কি চলন, কি চাউনি! এত যে বয়েস হয়েছে, এমন কখন দেখি নাই। আহা! হাসিটী এখনও মনে রয়েছে। পরে ভাই আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর রে রসবতি"? আমি বল্লেম খবর ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো। এই কথা শুনে অম্‌নি আমার কাছে এসে বল্লেন কি কথা বল্, তা ভাই আমার কাছে যখন এলেন আমার গাটা সিউরে উঠ্‌লো।

স্থলোচনা। দেখিস্ লো যেমন ডাইনের হাতে পো সমর্পণ করা হয় না—এক কর্ম্মে গিয়ে যেন আর এক খানা করে বসিসনে।

রসবতী। এ কালের মেয়েদের সঙ্গে কথা কহাই দায়। আমার কি আর বয়েস আছে, না ওরূপ চেষ্টা আছে। যদি থাকেই, তা ভাই, আমাদের কাছে কে আস্‌বে ? তোমরা যেমন রূপের গৌরবে যা মনে কর তাই কত্তে পার, আমাদের কি তা হবার যো আছে।

স্থলোচনা। তা বল্লে কি হয় ভাই, যে পরিবেশন করে সে চোর হলে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যাঘাত হয়। ভাই অল্প বয়েসে বিধবা হয়েছি, অদৃষ্টকে আর বিশ্বাস হয় না, এখন "পথের কুটা গাছটাও শত্রু বোধ হয়।" কি জানি যদি মরণ কালে গঙ্গা দিকে পা করে বসিস্। যা হউক ভাই যেন ধর্ম্ম খাস্‌নে।

রসবতী। (স্বগত) বড় না কি ধর্ম্ম কর্‌তে বসেছি তা ধর্ম্ম খাব না, ধর্ম্ম থাক্‌লে তো ধর্ম্ম খাব। (প্রকাশ) থাক্ ভাই আর ঠাটে কাজ নাই। ময়রার কি কখন সন্দেশ খেতে প্রবৃত্তি হয় ? আমাদের কি আর কিছু সাধ আছে ? কথায় বলে "আঁব ফুরালে আম্‌শী আর যৌবন ফুরালে কাঁদ্দে বসি" ভাই আমার কি আর সে কাল আছে ? কেঁদে কোক্‌য়ে কি এ সব কাজ হয় ? দূর হোগ আর বাজে কথায় কাজ নাই, কাজের কথা বলি শোন। তার পর ভাই আমার কি কিছু বল্‌তে ভরসা হয়, কি করি না বল্লেও নয়, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, হেঁ গা বাবু একটা কথা বলি, বারাণ্ডায় উঠে সে দিন কি দেখ্‌তেছিলে, পাড়ার মেয়ে ছেলে ছাতে উঠে, তা কি অমন করে চেয়ে থাক্‌তে

হয় ? ভাই বল্লে না পেত্তায় যাবে, এই কথা শুনে বুঝি সব মনে পড়্লো, অমনি চমুকে উঠে ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন. হেঁরে রসবতী ! তুই সে দিন যার কাছে বসে-ছিলি সেটী কে—তার নাম কি—কাদের মেয়ে—সধবা না বিধবা ? আমি বল্লেম এত কথা ভাই একে বারে জিজ্ঞাসা করলে, কোন কথার উত্তর দেব, এক একটা করে বলি। পরে ভাই তোমার কথা সব শুনে, এম্নি উতলা হলেন যে তাঁকে স্থির করে রাখা ভার হলো। তুমি বা তাঁর জন্যে কত ভেবেছ—কত কেঁদেছ—তোমার জন্যে তিনি যে কি করতেছেন, যদি এক বার দেখ, তবে তোমার আর দুঃখ থাকবে না।

সুলোচনা। (সজল নয়নে) কি বল্লি মাপ্তেনি, আমার জন্যে তিনি কি আমার মত কাতর হয়েছেন ? এ যে আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। বিধাতা কি আমার প্রতি এত দিনের পর সদয় হলেন, এখন কি তাঁরে আমার বলে ভাবতে পারবো ?

কি বলিলি রসবতি রসে টলে মন।
সে কি এত ভাবিতেছে আমারি কারণ ॥
তার জন্যে ভাবিয়াছি কাঁদিয়াছি কত।
সে কি সখি মম জন্য ভাবিতেছে তত ॥
রজনী করেছি ভোর মন চোর তরে।
হরি হরি মরি মরি সে কি স্মরে মোরে ॥
অনিবার অশ্রুধার পড়িয়াছে কত।
সে কি এবে হইয়াছে মম প্রেমে রত ॥
ভাল বাসি যারে যদি ভাল বাসে সেই।
ভাল বাসা আশা তবে পূর্ণ হলো সই ॥

যার জন্য নিরন্তর অন্তর বিকল।
বাসিলে যে ভাল হয় প্রণয় সকল॥
যে রোপিল প্রেমাঙ্কুর যে সেচিল বারি।
অমূল্য যৌবন ফলে সেই অধিকারী॥
করিল অন্তর হতে অন্তর হরণ।
মনে মনে আমি তারে করিনু বরণ॥
আমি তাঁর সে আমার কি করিবে পরে।
এত দিনে এক জন ভাল বাসে মোরে॥

রসবতি। তোরে আর কি বল্‌বো, এখন যে পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা না হচ্চে সে পর্য্যন্ত যে কেমন করে বেঁচে থাক্‌বো ভেবে স্থির কর্‌তে পারি না। দেখ্ ভাই, আগে একটা সন্দেহ ছিল যে কি জানি যার জন্য এত উতলা হয়েছি সে যদি অপহেলা করে, এখনতো আর সে সন্দেহ নাই। রসবতি! তুই যদি কখনও ভাল বেসে থাকিস্ তবে অবশ্যই জানিস্ যে যে যাকে ভাল বাসে তাঁর অদর্শনে কত ক্লেশ হয়। তার পর শেষ কি হলো বল দেখি। তাঁর সঙ্গে দেখা হবার কি উপায় স্থির করেছিস্?

রসবতী। হেঁ গা কথায় বলে "ভবী ভোল্‌বার নয়" তোমার যে তাই হয়েছে, যে সে কথা হউক আপনার কাজ ভোল না। তাঁর সঙ্গে এখন সে রূপ দেখা হবার বিলম্ব আছে, আপাততঃ যদি কেবল দেখ্‌তে চাও ভাল করে দেখাতে পারি। আগে শুভ দৃষ্টিটা হওয়া ভাল নয়?

সুলোচনা। তাঁরে দেখাবি বল্লি, কেমন করে বল্ দেখি?